খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ২১ আগষ্ট ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাশাহহুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)। হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামএর পিতার নাম ছিল আওয়াম বিন খুআয়লেদ আর মাতার নাম ছিল সফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, যিনি মহানবী (সা.)-এর ফু ফু ছিলেন। তিনি রসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রা.)-এর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল। অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হয়েছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর (আরেক) কন্যা আয়েশা (রা.)-এর সাথে। এভাবে হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভায়রাও ছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) -এর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি ছিলেন চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। হযরত যুবায়ের (রা.) ১২ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি ৮ কিংবা ১৬ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সেই ছয়সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শূরার সদস্যের একজন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) নিজ মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

হযরত যুবায়ের (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার চাচা তাকে একটি চাটাইয়ে মুড়িয়ে ধোঁয়া দিতো যেন তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কুফরি বা অবিশ্বাসে ফিরে যান। কিন্তু তিনি বারবার এ কথাই বলতেন যে, এখন আর আমি কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করব না।

হযরত যুবায়ের (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিজরত করে মদিনায় আসার পর তিনি হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর স্ত্রী হযরত আসমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমি যখন হিজরতের উদ্দ্যেশে মক্কা থেকে যাত্রা করি তখন আমি অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম। তিনি বলেন,

আমি কুবায় যাত্রাবিরতি দিই আর সেখানেই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ভূমিষ্ট হয় এরপর আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তাকে নিজের কোলে তুলে নেন। এরপর তিনি একটি খেজুর আনতে বলেন (আর তা আনা হলে) তিনি তা চিবিয়ে নেন। অতঃপর সেই শিশুর মুখে তিনি (সা.) প্রথমে নিজ মুখের লালা দেন। তার পেটে সর্বপ্রথম জিনিস যা গিয়েছিল তা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র লালা। এরপর মহানবী (সা.) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেন এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে জন্ম নেয়া প্রথম শিশু। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আসমা (রা.)-এর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। হযরত যুবায়ের (রা.) তার পুত্রদের নাম শহীদ (সাহাবীদের) নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছিলেন এই আশায় যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজের তরবারি খাপ থেকে বের করেছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) একবার মক্কার মাতাবেখ নামক উপত্যকায় বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আওয়াজ আসে যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি খাপ থেকে নিজের তরবারি বের করতে করতে বিশ্রামস্থল থেকে বেরিয়ে পড়েন আর পথিমধ্যে মহানবী (সা.) তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, যুবায়ের! থামো, কী হয়েছে? তিনি নিবেদন করেন, আপনাকে শহীদ করা হয়েছে এমন একটি কথা আমার কানে এসেছে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আমাকে যদি আসলেই শহীদ করে দেয়া হতো তাহলে তুমি কী করতে পারতে? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সেক্ষেত্রে আমি সমস্ত মক্কাবাসীকে হত্যা করার সংকল্প করেছি। মহানবী (সা.) তখন তার জন্য বিশেষ দোয়া করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তার তরবারির জন্যও দোয়া করেছিলেন।

হযরত যুবায়ের বদর ও উহুদসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অনড় অবিচল ছিলেন এবং তাঁর (সা.) হাতে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার শর্তে বয়আত করেন। মক্কা বিজয়কালে মুহাজেরদের তিনটি পতাকার মাঝে একটি পতাকা হযরত যুবায়ের-এর কাছে ছিল। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবল দু'টি ঘোড়া ছিল যার একটিতে হযরত যুবায়ের আরোহিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত যুবায়ের হলুদ পাগড়ি বেঁধে রেখেছিলেন আর মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, ফেরেশতারা যুবায়েরের বেশে (হলুদ পাগড়ি বেঁধে) অবতরণ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাহায্যার্থে যে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছিলেন, তারাও একই ধরনের পাগড়ি পরিধান করে যুদ্ধ করছে।

হযরত যুবায়ের বলতেন, বদরের যুদ্ধের দিন উবায়দা বিন সাঈদের মুখোমুখি হই আর সে আপাদমস্তক বর্মে আবৃত ছিল এবং তার কেবল চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছিল। তার উপনাম ছিল আবু যাতিল কারশ। সে বলে, আমি হলাম আবু যাতিল কারশ্। এ কথা শুনতেই আমি তার ওপর বর্শা দিয়ে আক্রমণ করি এবং তার চোখে আঘাত হানি। সে সেখানেই মারা যায়। হযরত যুবায়ের বলতেন, আমি তার দেহে আমার পা রেখে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বহু কষ্টে সেই বর্শা টেনে বের করি। বর্শার উভয় পাশ বাঁকা হয়ে যায়। উরওয়া বলতেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরের কাছে সেই বর্শাটি চেয়ে পাঠান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে তা উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) যখন পরলোক গমন করেন, তখন হযরত যুবায়ের সেটি ফেরত নেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত বর্শাটি চাইলে হযরত যুবায়ের তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন পরলোক গমন করেন, তখন হযরত উমর (রা.) তার কাছে সেই বর্শাটি চান এবং তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত যুবায়ের তা পুনরায় ফেরত

নিয়ে নেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা.) তার কাছে সেই বর্শা চাইলে হযরত যুবায়ের তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা.) -এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.)-এর বংশধরগণ সেটি লাভ করে। পরিশেষে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের তাদের কাছ থেকে সেটি ফেরত নেন এবং আমৃত্যু সেটি তার কাছেই ছিল যতদিন না হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে শহীদ করা হয়।

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (বা বিশেষ শিষ্য) হয়ে থাকে আর আমার হাওয়ারী হলেন, যুবায়ের।

হুজুর (আই.) বলেন, খায়বারের যুদ্ধে ইহুদিদের প্রসিদ্ধ নেতা মরহব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার হাতে নিহত হয়। তখন তার ভাই ইয়াসের যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং 'মান ইয়ুবারেয' ধ্বনি উচ্চকিত করে, অর্থাৎ কে আছে যে আমার সাথে লড়াই করবে? হযরত যুবায়ের তার সাথে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসেন। খায়বারের যুদ্ধে ইহুদিদের প্রসিদ্ধ নেতা মরহব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার হাতে নিহত হয়। তখন তার ভাই ইয়াসের যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং 'মান ইয়ুবারেয' ধ্বনি উচ্চকিত করে, অর্থাৎ কে আছে যে আমার সাথে লড়াই করবে? হযরত যুবায়ের তার সাথে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে আসেন। তখন হযরত সফিয়া মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আজ আমার পুত্রের শাহাদত লাভের সৌভাগ্য হবে। মহানবী (স.) বলেন, না, বরং তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে। হযরত যুবায়ের ইয়াসেরের সাথে লড়াইয়ের জন্য অগ্রসর হন এবং সে হযরত যুবায়ের-এর হাতে নিহত হয়। হযরত যুবায়ের ঐ তিন ব্যক্তিরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (স.) সেই নারীর সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন যে (মক্কার) কাফেরদের জন্য হযরত হাতেব বিন আবি বালতা'-র পত্র নিয়ে যাচ্ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত যুবায়েরের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হুবল নামক প্রতিমার উপর তাঁর ছড়ি দিয়ে আঘাত করেন এবং তা তা নির্ধারিত স্থান থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়, তখন হযরত যুবায়ের আবু সুফিয়ানের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলেন, আবু সুফিয়ান! মনে আছে, উহুদের দিন যখন মুসলমানরা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তুমি দম্ভভরে এই ঘোষণা দিয়েছিলে যে 'ও'লু হুবল- ও'লু হুবল অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা উচ্চকিত হোক- হুবলের মর্যাদা উচ্চকিত হোক; আর এ-ও (বলেছিলে) যে, হুবলই তোমাদেরকে উহুদের দিন মুসলমানদের উপর বিজয় দিয়েছে? আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার সামনে হুবলের টুকরো পড়ে আছে! আবু সুফিয়ান বলে, যুবায়ের, এসব কথা এখন বাদ দাও! আজ আমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, যদি মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকত, তাহলে আমরা যা দেখছি– এরকম কখনোই হতো না! অতএব তিনি-ই (প্রকৃত) খোদা, যিনি মহানবী (সা.)-এর খোদা।

সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিশরে আক্রমণ করা হয়। মিশর এর বিজেতা হযরত আমর বিন আস আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করেন, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে নীল নদের তীরে তাবু টানানো হয়েছিল, এ কারণে এটিকে ফুসতাত বলা হয় আর এই স্থানটিই পরবর্তীতে শহরে রুপান্তরিত হয়। এ শহরেরই নতুন অংশ বর্তমানে কায়রো হিসেবে পরিচিত। তারা এটি ঘেরাও করে। দুর্গের দৃঢ়তা এবং সেনা স্বল্পতা দেখে হযরত আমর বিন আস হযরত উমরের কাছে শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেনা প্রেরণের আবেদন করেন। হযরত উমর দশ হাজার সৈন্য এবং চারজন সেনাকর্মকর্তা প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সেনাকর্মকর্তা এক হাজারের সমান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত যুবায়ের (রা.)। তিনি পৌঁছলে হযরত আমর বিন আস অবরোধ বা ঘেরাও করার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করেন। অবরোধ সাত মাস স্থায়ী হয়, কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হয় নি।

হযরত যুবায়ের একদিন বলেন, আজ আমি মুসলমানদের জন্য আত্মোৎসর্গ করছি। একথা বলে তিনি তরবারি বের করেন এবং সিঁড়ি লাগিয়ে দুর্গের পাঁচিলে আরোহন করেন। আরো কতিপয় সাহাবীও তার সঙ্গ দেন। প্রাচীরে চড়ে সবাই একযোগে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করেন আর একই সাথে পুরো সেনাবাহিনী এত জোরে স্লোগান দেয় যে, দুর্গের ভূমি কেঁপে উঠে। খ্রিষ্টানরা মনে করে যে, মুসলমানরা দুর্গের ভিতরে এসে গেছে, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। হযরত যুবায়ের প্রাচীর থেকে নেমে দু র্গের দ্বার খুলে দেন এবং পুরো বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করে। হুজুর আনোয়ার (আই.) এর স্মৃতিচারণের পরবর্তী অংশ ইনশা আল্লাহ আগামী বর্ণনা করা হবে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) এর পরে পেশাওয়ার জেলার ডোগ্রী গার্ডেন নিবাসী মাহমুদ আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মে'রাজ আহমদ সাহেব এর স্মৃতিচারণ করেন। আহমদী বিরোধীরা গত ১২ আগস্ট, রাত ৯টায় তাকে তার মেডিকেল স্টোরের সামনে গুলি করে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। এর হুজুর আনোয়ার বলেন, আজকাল পাকিস্তানে বিরোধিতা অনেক বেড়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের প্রতিই ফিরিয়ে দিন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষত পাকিস্তানের জামা'ত সমূহের এবং সব দেশের আহমদীদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। **রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদেমুকা রাব্বি ফাহফাযনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামনি**– দোয়াটি অনেক বেশি পাঠ করুন। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরীহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরুরিহিম**–দোয়াটিও অনেক বেশি পাঠ করুন। দরূদ শরীফ ও বেশি করে পাঠ করুন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই দুষ্কৃতকারীদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। এই শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদেরও তত বেশি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হওয়া উচিত।

অতঃপর হুজুর আনোয়ার (আই.) আদিব আহমদ নাসির মুরুব্বী সিলসিলাহ ও মোকাররম হামিদ আহমদ সেখ সাহেব এর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং মরহুমীনদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
21 August 2020

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org